টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
— বিয়ের —
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 19th Aug. 1970 | ১৪শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জে কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের বাটীর নিকটে মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রোডের উপর এবং আদালত কাছারীর নিকট বাসগৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) কমলা ষ্টোরস্, রঘুনাথগঞ্জ (২) শ্রীপার্থসারথি নাথ,
(৩) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র নাথ, রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর।

স্টুডেন্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সুজলা সুফলা বাংলা আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে, ইহা কি স্বাধীনতা লাভের জন্য ত্যাগ নহে ? আমরা এই স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বহারা এই সব দেবতার চরণে মস্তক অবনত করিতেছি।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ স্বাধীনতা দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে ॥

গত ১৫ই আগষ্ট ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির কাছে স্বাধীনতা সর্বাধিক প্রিয়। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। খাইতে না পাইলেও সে স্বাধীনতা হারাইতে রাজী নয়। বনের নেকড়েও স্বাধীনতাহীনতাকে পছন্দ করে নাই। আমরা সেইজন্য ১৫ই আগষ্ট যথাসাধ্য সাড়ম্বরে পালন করিয়া থাকি।

বিংশ শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তনের এক মহা সন্ধিক্ষণ। সাম্রাজ্যবাদের অবসান চাই—দাবী তুলিল পূর্ব এশিয়ার পরপদানত দেশগুলি। এই আন্দোলন ভারত তথা পূর্ব এশিয়ার অপরাপর দেশসমূহে এত সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইউরোপীয় শাসক তথা শোষক শক্তিগুলি বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের দিন শেষ হইয়াছে। তাই তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করিয়া একে একে বিদায় লইতে হইয়াছে। বিদায় লইয়াছে ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতিরা।

দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল। শত শত সংগ্রামী বীরের পূত রক্তরাঙা এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ। হাসিমুখে একদা যাঁহারা ইংরাজের ফাঁসির ফাঁস গলায় পরিয়াছিলেন, বা ইংরাজের বুলেট যাঁহারা মাতৃমন্ত্রের উচ্চারণের সাথে সাথে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাঁহারা সেদিন এক গৌরবোজ্জ্বল সোনার ঊষালোক—স্বাধীন ভারতের অরুণোদয় মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন বৈকি। 'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ'—বলিয়া সেই সব পবিত্র মাতৃসাধক আপন কর্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মায়ের দৈন্য ঘুচিল কি ? মাতৃ অঙ্গচ্ছেদ আনিয়া দিল আমাদের স্বাধীনতা যাহা বহু বীর সন্তানের ধ্যানের ধন ছিল না। যাহা হউক, আমরা জাতীয় সরকার গঠন করিলাম। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হইল। ভারতের পবিত্র সংবিধানে সকল মানুষের অধিকার স্বীকার্য হইল। দীর্ঘদিনের পরাধীনতাজর্জর এই দেশের সমস্যার অন্ত নাই। প্রত্যেকটি সমস্যাই চরম শক্তিসম্পন্ন। আমাদের জাতীয় সরকার দেশগঠন এবং জাতিগঠনের কাজে আগাইয়া চলিলেন। শিশুরাষ্ট্র—তাহার নানা দিকের অপটুতা আছে—ইহাই ছিল স্বাধীনতা-লাভের পর কয়েক বৎসরের একটি কৈফিয়ৎ।

কিন্তু আজ সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর পরেও দেখা গেল; নানা ঝামেলা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্যাকীর্ণ ভারত ; কিন্তু সমস্যাদীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকাগুলি আজ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া। বিদ্রোহী নাগা ও মিজোরা যত নাশকতামূলক কাজ চালাইয়াছে, তদনুপাতে ব্যবস্থা গ্রহণ যথেষ্ট হয় নাই। মুখোশের আড়ালে এই দেশের যাহারা শত্রু, তাহাদের প্রতি দুর্বলতা-প্রদর্শন মজ্জাগত ব্যাপার হইয়াছে।

অর্থনৈতিক বনিয়াদ এখনও সুদৃঢ় হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। করবৃদ্ধি এবং বাজেটের ঘাটতি আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অনটন আর যে কোনদিন ঘুচিবে তাহা মনে হয় না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় আমরা টলমল করিতে থাকি। খাদ্যে স্বনির্ভর হইতে এখনও দেরী আছে। দেশের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে আনুপাতিক মাত্রা সমতা রাখিয়া চলে না। পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বদেশে আমরা হাইকমিশন রাখিয়াছি। কিন্তু কূটনৈতিক্ দিকের সম্পর্ক ঠিক কীভাবে চলে তাহা জানি না, তবে এইটুকু ঠিক যে, ঐ সব হাইকমিশনগুলির প্রত্যেকটি শ্বেতহস্তী।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একের পর এক গ্রহণ করা হইল। তবে প্রচারের অনুপাতে কাজের বহর কতটা, তাহা দেশের বেকার বৃদ্ধি দেখিয়া নিশ্চয়ই বলা যায়। আজ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক হা-অন্ন করিতেছেন। তাঁহারা কাজ চাহেন ; কিন্তু কর্মের সংস্থান ঠিকমত নাই।

নৈতিক দিক দিয়া কতটা উন্নত তাহা চোরা-কারবারের নমুনা দেখিয়া বলা যায়। অথচ এই সব কালোবাজারী, মুনাফাখোর রাঘববোয়ালদের কাঁধে কাঁধ দিয়া চলিতেছে আমাদের প্রশাসন। আর তাহাদের নির্দেশে রাজ্য ও রাজনীতি গড়িয়া উঠিলে দুঃখের কারণ ঘটে। রাজ্যের উন্নয়নের নামে ষ্টেট লটারী চলিতেছে এবং প্রতি মাসে দুই চারিটি পুঁজিপতি ভূমিষ্ঠ হইতেছেন। পঙ্গু শিক্ষাব্যবস্থায় গতিশীলতা নাই। শিক্ষার উপযুক্ত নীতি বা আদর্শ ঘোষিত হয় নাই। সর্বোপরি দলবাজির প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়াছে যে, তাহার প্রভাব শিশুমহলেও পড়িয়াছে। রাষ্ট্রযন্ত্র চালনা এক কথা, দলের গরিষ্ঠতা রাখার জন্য নানা কৌশল করা আর এক কথা। আসন্ন ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা যদি কেবল নির্বাচনী শ্লোগান হয়, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

হতভাগ্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। তাহার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। একেত কেন্দ্র নাকি তাহার বিমাতা, তাহার উপর খুন দাঙ্গা, রাহাজানি এত যথেচ্ছ যে মানুষের জীবন এখানে অনিশ্চিত। কলিকাতা মুমূর্ষু। তবুও নানা 'ইজ্‌ম্' লইয়া চলিয়াছে মাতামাতি। রাষ্ট্রীক জীবন, সমাজ জীবন সর্বত্র এক বিশৃঙ্খলা।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জনগণকে কঠোর সংগ্রামের জন্য আহ্বান, কয়েদীদের দণ্ডকাল হ্রাস করা এবং ভারতরত্ন-পদ্মবিভূষণ বিতরণ প্রভৃতির দ্বারা স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপন অপেক্ষা জাতিকে সুন্দর করিয়া গঠনের কাজই এখন বড়।

সুতী থানার সন্নিকটে
খিদিরপুরে ভয়াবহ ডাকাতি
গৃহস্বামী জখম
সাত জন ডাকাত ধৃত

গত ১০ই আগষ্ট সোমবার রাত্রিতে সুতী থানার সন্নিকটস্থ খিদিরপুর গ্রামের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযতীন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়া তেজস্কর বোমা ফাটাইয়া গৃহস্বামীকে সাংঘাতিক ভাবে জখম করে। সাহা মহাশয়ের পুত্রবধূ থানায় ফোন করেন। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। বোমার প্রচণ্ড শব্দে পাড়া প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা ঘটনাস্থলে জমায়েত হইলে ডাকাতেরা সরিয়া পড়ে। পুলিশ ও গ্রামবাসিগণের সমবেত চেষ্টায় পাটের জমি হইতে সাত জন ধরা পড়িয়াছে। তাহাদিগকে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্বামীর হাসুয়ার আঘাতে একজন ডাকাতও জখম হইয়াছে। জঙ্গিপুর হাসপাতালে সাহা মহাশয়কে ও ঐ আহত ডাকাতকে চিকিৎসার জন্য রাখা হইয়াছে। ডাকাতেরা কিছুই লইতে পারে নাই বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। ডাকাতেরা বাবুপুর, চাঁদনাদহ প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসী।

রাস্তা অবরোধ, চলার পথে বিঘ্ন, পুলিশ মহল চুপচাপ— পৌর কর্ত্তৃপক্ষও তাই

দিনের পর দিন এ খেলা চলেছে— দৈত্যের মত গর্জ্জন করে মাল-বোঝাই ট্রাক এসে দাঁড়াল শহরের প্রধান অথচ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে। তারপরই কিছু কুলী মাল সরবরাহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কুলীদের কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে উঠল রাজপথের কিছুটা স্থান। পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা ধরে চল্লো মাল নামানর পালা। পূতিগন্ধে যেমন মাছিরা ছুটে আসে তেমনি ভাবে সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হল কয়েকজন পুলিশ। রাস্তা অবরোধ এবং ক্ষমতার বেশী মাল বহন করা বেআইনী। তাই বেআইনের উপর আইনের রাঙা চোখ দেখিয়ে তারা কিছু প্রণামী চায়। তা যাই দেক। চার আনা, আট আনা, এক টাকা এতেই খুসী। হতভাগ্য পুলিশ (!) এদিকে রাস্তা অবরোধ। পথচারী বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়। যাত্রীবাহী বাস ট্রেণের যাত্রী নিয়ে চলেছে। নির্দ্ধারিত সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছাতে না পারলে যাত্রীর হয়রানি। বাসের হর্ণ ক্রমাগত বেজে চলেছে। রিক্সাওয়ালা বেগতিক দেখে অন্য রাস্তা ধরেছে। গাড়োয়ানের অপেক্ষা করে করে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় তার মুখ থেকে কয়েকটা চাঁচাছোলা কথা বেড়িয়ে এল—'শালাদের মাল নামানই হয় নাখো, বাপের রাস্তা পেয়্যাছে।' ... ...ইত্যাদি। রাস্তার মোড়ে কর্ত্তব্যরত পুলিশ সব দেখে ও চুপচাপ কেননা 'চুপ্পং কুরু, চুপ্পং কুরু, তো অর্দ্ধং মো অর্দ্ধং'-এর প্রচলন উক্ত স্থানেও বর্ত্তমান। ওই পুলিশও প্রণামীর কিছু ভাগ পাবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন—যাঁরা ব্যবসায়ী। যাঁদের মাল সরবরাহ করার জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ হয়ে আছে। যাঁদের স্বার্থের জন্য শত শত পথচারী-যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। সেখানে কি তাঁদের কিছুই করার নেই? অথবা কর্ত্তৃপক্ষও কি সেখানে নীরব দর্শক?

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় স্বাধীনতা দিবসকে উদ্দেশ্য করে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'ইংরাজ কি দিয়া গিয়াছে?' শিরোনামা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা আবার এক স্বাধীনতা দিবসে সেই বিস্মৃত অতীতকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। —সম্পাদক

ইংরাজ যাইবার সময় দিয়া গিয়াছে এক ঘুণ খেকো শাসনযন্ত্র—যার প্রত্যেকটী কল কব্জা দুর্নীতি-রূপ মরিচা ধরা। দেশে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে—কালাবাজার ও কালাবাজারী। লোকের মধ্যে এমন প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া গিয়াছে—যে মানুষ হইয়া মানুষের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া নরহত্যা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা আর পাপ বলিয়া মনে হয় না।

ইংরাজ আমলের আইন, আইন সভা, বিচারক, পুলিশ সবই অটুট আছে। ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট হইতে শাসনযন্ত্রের যাবতীয় যন্ত্রী কি এত দিনের অভ্যস্ত স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে! তাহারা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। কাজেই যে দুর্নীতি ছিল তাহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। আজ শাসনযন্ত্র পরিচালক কংগ্রেস সম্প্রদায় ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া যে কেলেঙ্কারী করিতেছে, তাহা দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি—ইংরাজ আমলে যে সব হুজুর ছিলেন, তাঁহারা তো আছেনই তার উপর খুদে কংগ্রেসী হুজুররাও দেশের মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বড় বড় কংগ্রেসীরা মোটা মোটা লাভের কার্য্য হস্তগত করিয়া বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া গেঁয়ো কংগ্রেসীরা আদালতের পানের দোকান বন্দোবস্ত, পারমিট বিলি, ভাই-ভাইপো-ভাগনের নামে রেশনের দোকান ইত্যাদি লইয়া বেশ মান সম্মানের সঙ্গে স্বার্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপরে মন্ত্রী মহলে ইহাদের চরকাতুত ভাই বা জেলখানাতুত দাদা থাকায় তাহার দোহাই দিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের বদলীর মালিক বা এক স্থানে বহু দিন চাকরী করিবার সুযোগ দিবার মালিক হইয়াও বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ফলে পরাধীনতার আমল হইতে এখন দুর্নীতির বহরটা খুব বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও আমরা যাত্রার দলের কুবেরের ভূমিকা অভিনয়কারী পনর টাকা মাহিনার অভিনেতার মত আজ পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইয়াও যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহাকেই 'মানিকের খানিক" বলিয়া আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ ছাড়িব না।

॥ স্বাধীনতা দিবসে কুচকাওয়াজী গান ॥

—শ্রীবৎস

নহি পরাধীন
আমরা স্বাধীন
সেই উৎসব আজ,
নাই কোনো ভয়,
মনে যাহা লয়
সাধনে নাহিক লাজ।
ঝাণ্ডা তুলিয়া
নিতি ফুকারিয়া
রাস্তায় করি ভীড় ;
গণতন্ত্রের
মহামন্ত্রের
কম্পন এ জিগির।
দেশমাতৃকায়
খণ্ড করি তাই
নৃত্যের উৎসব ;
বছর বছর
ভুলি আত্মপর
করি নানা কলরব।
কত রাজনীতি
আমদানী নিতি
করিয়া গরব ভারী ;
প্রশাসন যাক
দলবাজি থাক,
যেমন করিয়া পারি।
বোমা-বন্দুক,
(আজ) ক্রীড়া-কন্দুক,
রাজপথ করি রাঙা—
খেয়াল খেলায়
কত কী যে চাই,
ব্রত সব কিছু ভাঙ্গা।
রাজ্য শাসন
শুধু প্রহসন
ধাপ্পাবাজীই সার,
দল বদলাই,
বিধান সভায়
ভাঙি চুরি বারবার।
গদিটা রাখিতে
নানা জনে মিতে
করেছি, করব জেনো ;
বচনের গুলী
মারি সব ভুলি,
তবু সন্দেহ কেন ?
বেকার বাড়ুক,
প্রলয় নামুক
নাহি করি কোনো শঙ্কা—
বিদেশী বণিক
মাথা কিনে নিক,
বাজাই খুসীর ডঙ্কা।
কাজের তালিকা
গাঁজার কলিকা
সমান গণ্য করি ;
পূতিগন্ধময়
নির্বাচনী-জয়
দিও দয়াময় হরি।

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয় দিন পনের আগষ্ট।

বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, ভগিনীর সেবা কিছু ব্যর্থ হয় নি। বন্দরের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। রাত্রির তপস্যা বয়ে এনে দিয়েছে দিন—পনের আগষ্ট—যে দিন 'উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয় গিরি ভালে'। বহু ত্যাগে লব্ধ এ পুণ্য দিন।

পরাধীন যখন ছিল জাতি তখন বুঝেছিল 'মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ'। তাই সেদিন শোনা গিয়েছিল 'মরিয়ার মুখে মারণের বাণী', শত শতাব্দী যে হাড় ভাঙেনি সেই হাড়ে জেগে উঠেছিল গান। সে গান স্বাধীনতার গান। সে গান বন্ধন হতে মুক্তি লাভের গান। সেদিন জেগেছিল জনতা, জেগেছিল জাতি। স্বাধীনতা-হীনতা হতে রেহাই পাবার জন্যই সেদিন জাতির মধ্যে দেখা গিয়েছিল 'এক প্রাণ একতা'। শোনা গিয়েছিল বাঁধন ছেঁড়ার গান।

পনের আগষ্ট বয়ে আনলো সেই নূতন যুগের ভোর। জাতির আকাঙ্ক্ষিত দিন।

আমরা স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতা লাভের আজ চতুর্বিংশ বৎসর। পরাধীনতার দাসত্ব ঘুচেছে। কিন্তু মনের দাসত্ব কি ঘুচেছে ? বোধ হয়, না। মনের গোলামী আজও বর্ত্তমান। তারপর আর্থিকতার দাসত্ব। যেদিন গড়ে উঠবে 'শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ' সেইদিন হবে সত্যকার বন্ধন মুক্তির দিন। যেদিন অহিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে পারবে জাতি, সত্য দিয়ে অসত্যকে জয় করতে পারবে দেশবাসী, সেদিন প্রতিষ্ঠা হবে স্বাধিকার। প্রতিটি মানুষ যেদিন বুঝবে তাদের মধ্যে উচ্চনীচ নাই—তারা সবাই সমান, সেদিন সার্থক হবে গণতন্ত্র।

জনগণের শাসনের নাম গণতন্ত্র। কিন্তু গণ—যদি গণেশ হয় তবে তাদের তন্ত্র কি প্রকার তা সহজেই অনুমেয়। জনগণ যখন সচেতন, বিবেকবান হয় তখন সার্থক হয়, সফল হয় গণতন্ত্র। গণতন্ত্র নির্ব্বোধের নয়।

স্বাধীন হয়ে যদি মনে হয় স্বাধীনতা licence তবে সম্পূর্ণ ভুল। liberty কখনও licence হতে পারে না। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। আর উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। স্বাধীন বলেই সব কিছু যা খুশী তা করার অধিকার নয়। বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করাটা নাগরিকের যেমন অধিকার নয় তেমনি স্বাধীনতার licenceও নয়। এটা পুরো উচ্ছৃঙ্খলতা। তেমনি ঠিক শিক্ষালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা পরীক্ষাগৃহে ইনভিজিলেটরদের প্রহার দেওয়া, গুরুজনদের অসম্মান করা সেই প্রকারের জঘন্য উচ্ছৃঙ্খলতা।

স্বাধীন বলে সব কিছুতে অধিকার লাভ—এটা নয়। অধিকারকে সংযত করতে হয়। সেটা হবে প্রকৃত স্বাধীনতা যেখানে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না।

আজ জাতির সেই বিবেচনাবোধের প্রয়োজন। অবিবেচনা ও অজ্ঞতার দাসত্ব হতে জাতি যেদিন মুক্তিলাভ করবে সেদিন স্বাধীনতার অর্থ হবে সার্থক।

জঙ্গিপুর মহকুমায় স্বাধীনতা দিবস উৎযাপিত

অনাড়ম্বরের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমায় স্বাধীনতা দিবস উৎযাপিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। ছোট-বড় স্কুলগুলিতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় মহকুমা হাসপাতালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে মহকুমা রেডক্রশের পক্ষে সভাপতি মহকুমা-শাসক

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

'স্বাধীনতা দিবসের জন্যে একটি জাতীয় পতাকা কিনতে গিয়েও পারলাম না।'—জনৈক।

পাছে কেউ কংগ্রেসী ভাবে বলে?

* * *

'Mao কি?'—ইন্টারভিউ।

(স্বগত) সেরেছে। এখন ম্যাও ধরে কে?

* * *

'১লা সেপ্টেম্বর থেকে এই রাজ্যের সরকারী কর্মীদের বেতন ও ভাতা বাড়ছে'—সংবাদ

ওঁদের চটালেই অন্ধকারের ওপর আরও অন্ধকার। বেতন ও ভাতা দুইই বাড়ছে—সোনায় সোহাগা!

* * *

নবকংগ্রেসের শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ নাকি বলেছেন যে, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি ও শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সরকারীভাবে কথা বলেননি।

যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন।

* * *

জয় ইন্‌জিনিয়ারিং-এ বিরোধ মিটল সাড়ে সাত মাস পর।

মালিক ও শ্রমিক—উভয় পক্ষেরই Joy-জয়াকার।

* * *

গোমিয়া কারখানায় ধর্মঘট। ফল—বিস্ফোরক অমিল।

সে কি? ঘরবাড়ী উড়ান যাবে কি করে?

প্রাতঃ বিভাগে ভর্ত্তি আরম্ভ

১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার হ'তে জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রাতঃ বিভাগে ভর্ত্তি আরম্ভ হ'য়েছে। এ ছাড়া এ বৎসর হ'তে গণিতে অনার্স ক্লাস আরম্ভ হবে বলে প্রকাশ।

বর্গাদার সমস্যার সমাধানে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

দৃঢ় পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার সমস্যাবলীর মধ্যে বর্গাদার সমস্যা অন্যতম—এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনার পর রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭০' পাশ করে গত ১৩ই জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সকলেই জানেন বর্গাদারকে ভাগচাষ কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা দণ্ডণীয় অপরাধ।

নূতন আইন অনুসারে—

১। বর্গাদারের উচ্ছেদের ধারাগুলি আরো সীমিত হয়েছে।

২। নিজ চাষে ৭·৫ একর পর্যন্ত জমি আনতে যতটুকু জমির প্রয়োজন তার বেশী জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দেখতে হবে যেন বর্গাদারের অন্ততঃ পক্ষে দুই একর জমি থাকে।

৩। বর্গাদারের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন বর্গাচাষ চালিয়ে যাবেন।

৪। জমির মালিক হাল, বলদ, বীজ ও সার সরবরাহ না করলে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৬০ ভাগের পরিবর্তে ৭৫ ভাগ পাবেন।

৫। জমির মালিক ভাগ নিতে কিংবা রসিদ দিতে রাজি না হলে বর্গাদার মালিকের প্রাপ্য ফসল নিদিষ্ট আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন।

৬। কোথায় ধান তোলা হবে বা মাড়াই হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বর্গাদার।

৭। মুন্সেফ আদালতের পরিবর্তে ভাগচাষ কেসের আপীল শুনবেন মহকুমা শাসক।

পরিবর্তিত ধারাগুলির বিস্তৃত বিবরণ 'পশ্চিমবঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রে (১৭ই জুলাই, ১৯৭০) সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু দৈনিকেও উক্ত ধারাগুলির সারমর্ম সংবাদ স্তম্ভে মুদ্রিত হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের প্রচুর হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়েও বিলি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার সদর ও মহকুমাস্থিত তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে যে কেউ বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। সরকার আশা করেন যে বর্গাদার, জমির মালিক ও সর্বশ্রেণীর লোকের দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতায় নতুন বিধান ভূমি সংস্কার নীতির সুষ্ঠু রূপায়নের পথে আমাদের এগিয়ে দেবে।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত)

তথ্য ও জনসংযোগ ১৪৭৩১/৭০ জেলা তথ্য মুর্শিদাবাদ—২৪/৭০

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

চতুর্থ পৃষ্ঠার জের

শ্রীমানিকলাল ব্রহ্মচারী মহাশয় রোগীগণকে ফল, বিস্কুট ও মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পনের আগষ্ট সকালে পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয় সম্পাদক শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে দিনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলেন শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেয়ীরঞ্জন নাথ ও শ্রীধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিদ্ধিকালী অগ্রণী সংঘের উদ্যোগে ১৫ই আগষ্ট উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীপার্ব্বতী চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। ভাষণ দেন সর্ব্বশ্রী ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তাগণ। দেশনায়কদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনটী উদ্‌যাপন করা হয়।

জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহর রঘুনাথগঞ্জে একই রাত্রে দুই বাড়ীতে সিঁদ

গত ১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের ছায়াবাণী সিনেমা হলের সন্নিকটে শ্রীমান্ সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে চোরে সিঁদ কাটিয়া চাউল, দাইল, বাসনকোসন, লণ্ঠন, কাপড়চোপড় ও কয়েক বাণ্ডিল ছবি বাঁধানোর কাঠের ফ্রেম লইয়া গিয়াছে।

উক্ত রাত্রিতে শহরের মধ্যস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির গোয়াল ঘরের নিকটে শ্রীদয়ালচন্দ্র দাসের (ইলেকট্রিক কারিকর) বাসায় সিঁদ কাটিয়া চোরে থালা বাটি গেলাস ও সুটকেশ ভাঙ্গিয়া কিছু টাকা লইয়া গিয়াছে।